যুগান্তর

তারিখ 23 OCT 2013
পৃঃ 20 কলাম 2

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ৪ কোটি পরীক্ষার্থী উৎকণ্ঠায়

নভেম্বর-ডিসেম্বরে সমাপনী পরীক্ষা

মুশতাক আহমদ

চার কোটি শিক্ষার্থী এবং তাদের অন্তত ২ কোটি অভিভাবক গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করছেন। আসন্ন নভেম্বর-ডিসেম্বরে দুটি বড় পাবলিক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা রয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের দশটি ক্লাসে প্রায় ৪ কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের মধ্যে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বাকি ৮টি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নভেম্বর-ডিসেম্বরে বার্ষিক, নভেম্বরে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় ৩০ লাখ, একই মাসে অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় ২০ লাখ আর নভেম্বর-ডিসেম্বরজুড়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অন্তত সাড়ে ৮ লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। কিন্তু ঠিক সময়ে এসব পরীক্ষা নেয়া যাবে কিনা, তা স্পষ্ট করে কেউই কিছু বলতে পারছেন না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, টেনশন শুধু পরীক্ষা নিয়েই নয়, পরীক্ষার আগে রয়েছে চূড়ান্ত ক্লাস কার্যক্রম ও প্রস্তুতি পরীক্ষা এবং পরে রয়েছে ফল প্রকাশের প্রস্তুতি। এমনকি জানুয়ারি মাসে নতুন বছরের ক্লাস শুরুর লক্ষ্যে নতুন পাঠ্যবই পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় কার্যক্রমও এ সময়ে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। অথচ এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম সংঘাতপূর্ণ অবস্থায় রূপ নেয়ার আশংকা রয়েছে। যে কারণে সার্বিক লেখাপড়া, পরীক্ষা আর পাঠ্যবই প্রকাশ ও পৌঁছানোর কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে পারে। আর এসব নিয়েই শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা টেনশনে পড়েছেন। সরকারি হিসাব সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকারের শেষ মুহূর্তে নতুন সরকার গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ঘটনা হওয়ার কথা। কিন্তু নির্বাচন পদ্ধতি এবং নানা ইস্যু নিয়ে বর্তমান সরকারি এবং উৎকণ্ঠায় : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

উৎকণ্ঠায় : ৪ কোটি পরীক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিরোধী দল ইতিমধ্যে বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়েছেন। যদিও একদিকে বরফ গলার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চিঠি চালাচালির বাইরে টেলিআলাপের মতো ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু দলীয় প্রধানদের গরম বক্তব্য আর ধরপাকড় সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারছে না। বিপরীত দিকে ইতিমধ্যে বিরোধী দল নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে ঢাকায় মহাসমাবেশসহ সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিয়ে রেখেছে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইতিমধ্যে সরকার রাজধানীতে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। বিরোধী দলের কর্মসূচি কঠোর হলে সরকারেরও কঠোর অ্যাকশনে যাওয়ার পাল্টা হুঁশিয়ারি রয়েছে। বোনাস হিসেবে সরকারি দলেরও রাজপথ দখলের লড়াই নামার ঘোষণা রয়েছে। ফলে এ অবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, খুব শিগগিরই রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বরং পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের নির্বিঘ্নে চলাচলের উপযোগী না থাকতে পারে। আর এ কারণে জনজীবনের অন্যান্য দিকের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ও পরীক্ষা বিঘ্নিত করতে পারে।

১ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মধ্যদিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে এই পরীক্ষা চলবে ডিসেম্বর নাগাদ। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাই চলবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত। এই পরীক্ষায় সারা দেশে অন্তত সাড়ে ৮ লাখ পরীক্ষার্থীর অংশ নেয়ার কথা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার এবং পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৪ নভেম্বর শুরু হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী বা স্কুলের জেএসসি ও মাদ্রাসার জেডিসি পরীক্ষা। এই পরীক্ষা শেষ হবে ২০ নভেম্বর। এতে প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। এই পরীক্ষা শেষ না হতেই পরের দিন বা ২১ নভেম্বর শুরু হবে পিএসসি মাধ্যমিক স্তরের (অষ্টম শ্রেণী ছাড়া) বার্ষিক পরীক্ষা।

আবার ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা পঞ্চম শ্রেণীর 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী' ও 'ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী' পরীক্ষা। এই পরীক্ষা চলবে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত।

এই পরীক্ষায় প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর অংশ নেয়ার কথা রয়েছে। এই পরীক্ষার পরপর ৭ থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিকের বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া হবে।

এব্যাপারে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট আফছারুল আমীন যুগান্তরকে বলেন, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় সব দল মত ও এলাকার এক কথায় সারা দেশের শিক্ষার্থীরাই অংশ নেবে। সারা বছর শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করেছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে। তাই পরীক্ষাকালে তারা নির্বিঘ্ন থাকবে, এটা সবাই প্রত্যাশা করে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক অধিকার। এতে তারা নিষেধ করতে পারেন না। তাই তারা সব দলের প্রতি অনুরোধ করতে চান যে, নভেম্বরের শেষের দিকে যেন রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়া না হয়। আর দেয়া হলেও এক্ষেত্রে যেন তারা পরীক্ষার রুটিনটি বিবেচনায় রাখেন।

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী পরীক্ষার রুটিন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। এটা সবার সামনেই রয়েছে। বিপরীত দিকে পরীক্ষার্থীরা বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দল মত নির্বিশেষে এদেশেরই সন্তান। তাই তাদের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষার সময় রাজনৈতিক কর্মসূচি আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তারা এক ধরনের দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। অভিভাবক সমন্বয় পরিষদের সভাপতি বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন।